বিজ্ঞান মনস্ক পরিবেশ গড়ি ◢ বিজ্ঞান ভীতি দূর করি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন (পি.এস.ই) প্রকল্পের

আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা ২০১৩-এর প্রতিবেদন

স্থানঃ পালপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, তারিখঃ ৫ এপ্রিল, ২০১৪, শনিবার

আয়োজনেঃ

আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা আয়োজক কমিটি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

সহায়তায়ঃ

সিসিবিভিও, রাজশাহী এবং

বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন(বিএফএফ) ঢাকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের
আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা ২০১৩-এর

প্রতিবেদন

স্থানঃ পালপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ
তারিখঃ ৫ এপ্রিল, ২০১৪, শনিবার

প্রতিবেদন প্রকাশকাল
২০ এপ্রিল, ২০১৪

প্রতিবেদন তৈরী
মোঃ নিরাবুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী,
পিএসই প্রকল্প, সিসিবিভিও,

কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা
মোঃ আরিফ, প্রকল্প সমন্বয়কারী,
রক্ষাগোলা খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প, সিসিবিভিও
এবং
সুমন মার্ডী, হিসাবরক্ষক, সিসিবিভিও

সম্পাদনা
মোঃ সারওয়ার-ই-কামাল
নির্বাহী প্রধান, সিসিবিভিও, রাজশাহী

প্রকাশক
সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন
(সিসিবিভিও)
মহিষবাথান, রাজশাহী কোর্ট, রাজপাড়া,
রাজশাহী-৬২০১ কর্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র

০১. ভূমিকা

০২. অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের নিবন্ধন

০৩. অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের স্টল সাজানো

০৪. জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

০৫. অংশগ্রহণকারী ও অতিথিবৃন্দের র‍্যালী

০৬. অতিথিবৃন্দের স্টল পরিদর্শন

০৭. সভাপতি ও অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ

০৮. মেলা আয়োজক কমিটির পক্ষে স্বাগত বক্তব্য

০৯. বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে বক্তব্য

১০. প্রকল্প ও বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান

১১. প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য

১২. সভাপতির বক্তব্য

১৩. অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের দুপুরের আহার

১৪. কুইজ প্রতিযোগিতা

১৫. পুরস্কার বিতরনী ও সমাপনী

১৬. মূল্যায়ন

১৭. পেপার কাটিং

ভূমিকা:

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন(পি.এস.ই) প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলাধীন গোদাগাড়ী উপজেলার আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলা আয়োজক কমিটির আয়োজনে এবং গোদাগাড়ী উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ, মহানগরের শহীদ মামুন মাহমুদ স্কুল এন্ড কলেজের ১টি বিজ্ঞান ক্লাব, কমিউনিটি বিজ্ঞান ক্লাব ১টি এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী এর অংশগ্রহণে বিগত ৫ এপ্রিল, ২০১৪, তারিখ সকাল ১০ টায় উপজেলার পালপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সহায়তা করে সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন (সিসিবিভিও), রাজশাহী এবং বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর মুসফিক আহমদ (ভূতত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), বিশেষ অতিথি ছিলেন সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী (নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকা), মো.আব্দুস সামাদ মন্ডল (ভাইস প্রিন্সিপাল, টিটি কলেজ, রাজশাহী), অধ্যাপক ফজলুল হক (সম্পাদক, সোনার দেশ), এ এম এম আরিফুল হক কুমার (সভাপতি, সিসিবিভিও, রাজশাহী), সাঈদুজ্জামান সিপন (সহ সম্পাদক, সিসিবিভিও) মো: সাদেক হোসেন (সভাপতি, পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়) গোদাগাড়ী, রাজশাহী)।

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মো: মাহফুজুল আলম পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ মুক্তার হোসেন প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ নুরুল ইসলাম বিড়ইল উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ মাইনুল ইসলাম সোনাদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ শরিফুল ইসলাম গুনিগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর বলিয়া ডাইং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ এনামূল হক কদমশহর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আঃ সালাম গোগ্রাম স্কুল এন্ড কলেজ, মো: এজাজুল হক কাকনহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মোঃ জালাল উদ্দীন কাকনহাট ফাজিল মাদ্রাসা, মোসাঃ ফোজিয়ারা বেগম ভাটোপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আনোয়ার হোসেন, উত্তরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মনোয়ারা বেগম প্রেমতলী সুকবাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ হোসেন আলী আই হাই উচ্চ বিদ্যালয়। আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষক।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফিরোজ আহমেদ গোদাগাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ, মোঃ আশরাফুল মাসুদ ও হাসিনা ফেরদৌস ভাটোপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মো: জামিউল হক, মোসাঃ সমরেখা বেগম, মোসাঃ ফরিদা খাতুন ও মোঃ ওবাইদুল হক পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ জিন্নত আলী ও মোঃ মিলন উত্তরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ রমজান আলী, দারুল ইসলাম ও মোসাঃ আয়েশা খাতুন প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আরাফুল হক প্রেমতলী সুকবাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আরিফুল ইসলাম ও মোঃ মিনারুল ইসলাম সোনাদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ মুজাম্মেল হক ও মোঃ মতিউর রহমান রাজাবাড়ী হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ মামুনুর রশিদ, নাসির হোসেন, রবিউল ইসলাম, মোফাজ্জল হক ও মোঃ ফারুক হোসেন বলিয়া ডাইং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আব্দুলৱাহ কদমশহর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আব্দস সাত্তার গোগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আব্দুল লতিফ গোগ্রাম আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, মোঃ মুখলেশুর রহমান ও মোঃ নাইমূল ইসলাম কাকনহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মোঃ মফিজুর রহমান কাকনহাট ফাজিল মাদ্রাসা, মোঃ নুরুল হুদা চব্বিশনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

আরও উপস্থিত ছিলেন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের পক্ষে মোঃ সারওয়ার-ই-কামাল, সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান, সিসিবিভিও।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোসা: সাদিয়া আক্তার (সহ-সভাপতি, নিহারিকা বিজ্ঞান ক্লাব, পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়)।

অনুষ্ঠান উপস্থাপন ও পরিচালনা করেন আকরামুল আজাদ রকি, সবুর হোসেন সুমন, মুস্তাফিজুর রহমান জয়, কারিমা খাতুন ও ওয়াহিদা খাতুন, নিহারিকা বিজ্ঞান ক্লাব, পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

অনুষ্ঠানসূচী:

০১.	নিবন্ধন	সকাল ০৯:০০- ১০:০০
০২.	স্টল সাজানো	সকাল ০৯:০০- ১০:০০
০৩.	উদ্বোধনী	সকাল ১০:১৫- ১০:৩০
০৪.	স্টল পরিদর্শন	সকাল ১০:৪০- ১১:৪০
০৫.	আলোচনা সভায় সভাপতি ও অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ	সকাল ১১:৪০- ১১:৫০
০৬.	স্বাগত বক্তব্য	সকাল ১১:৫০ : ১২:০০
০৭.	বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে বক্তব্য	দুপুর ১২:০০ :১২:১০
০৮.	প্রকল্প ও বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা	দুপুর ১২:১০ :১২:২০
০৯.	প্রধান অতিথি ও অতিথিবৃন্দের বক্তব্য	দুপুর ১২:২০ : ০১:১০
১০.	সভাপতির বক্তব্য	দুপুর ০১:১০ : ০১:১৫
১১.	দুপুরের আাহার	দুপুর ০১.১৫ : ০২.১৫
১২.	কুইজ প্রতিযোগিতা	দুপুর ০২.৩০ : ০৩.৩০
১৩.	পুরস্কার বিতরনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান	দুপুর ০৩.৩০: ০৪.৩০

অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের নিবন্ধন:

গোদাগাড়ী উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি ও বিদ্যালয় সমূহের বিজ্ঞান ক্লাবের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ মেলার শুরুতে পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং মেলার অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিজেদের নিবন্ধিত করেন। এছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ১৭, পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজের ৮ জন, প্লাট ফর্ম অব সায়েন্সের ৫ জন ও মুলকি ডাইং কমিউনিটি বিজ্ঞান ক্লাবের ৭জনসহ সকলেই নিজেদের নিবন্ধিত করেন। নিবন্ধনে সহায়তা করেন পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিহারিকা বিজ্ঞান ক্লাবের ৫ জন সদস্য।

অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের স্টল সাজানো:

আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদর্শনী স্টল নিজ নিজ দায়িত্বে সাজিয়ে নেন। তাদের স্টলসমূহ সাজানোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে সহায়তা করেন নিহারিকা বিজ্ঞান ক্লাবের ২৪ জন সদস্য।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধন:

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথী জনাব প্রফেসর মুসফিক আহমদ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সকল অংশগ্রহণকারী নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত কণ্ঠমিলিয়ে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে প্রধান অতিথি আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৩'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ।

অংশগ্রহণকারী ও অতিথিবৃন্দের র‍্যালী:

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দসহ অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, ও দশনার্থী র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন।

স্টল পরিদর্শন:

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, দর্শনার্থী, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিটি স্টল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শিত প্রজেক্ট সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক্র:নং	বিদ্যালয়ের নাম	পরিদর্শিত প্রজেক্ট সংখ্যা
১.	গোগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	৭টি
২.	পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৬টি
৩.	রাজাবাড়ী হাট উচ্চ বিদ্যালয়	১৫টি
৪.	রাজাবাড়ী হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১০টি
৫.	বিড়ইল উচ্চ বিদ্যালয়	৬টি
৬.	বলিয়া ডাইং উচ্চ বিদ্যালয়	৩টি
৭.	গোগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৬টি
৮.	সোনাদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়	৭টি
৯.	গুণিগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১২টি
১০.	প্রেমতলী সুকবাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৯টি
১১.	প্রেমতলী বলিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৩টি
১২.	উত্তরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১২টি
১৩.	পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৪০টি
১৪.	ভাটোপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮টি
১৫.	চব্বিশনগর উচ্চ বিদ্যালয়	১১টি
১৬.	গোদাগাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ	৫টি
১৭.	কদম শহর উচ্চ বিদ্যালয়	৬টি
১৮.	কাকন হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৭টি
১৯.	কাকন হাট ফাজিল মাদ্রাসা	৭টি
২০.	আইহাই উচ্চ বিদ্যালয়	৭টি
২১.	মুলকী ডাইং কমিউনিটি বিজ্ঞান ক্লাব	৫টি
২২.	টিটি কলেজ, রাজশাহী	১০টি
২৩.	পুলিশ লাইন	৫টি
২৪.	প্লাট ফর্ম অব সায়েন্স	তথ্য প্রদান
মোট প্রজেক্ট		২২৭টি

আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার স্থির চিত্র:

চিত্রঃ ১

চিত্রঃ ২

চিত্রঃ ৩

চিত্রঃ ৪

চিত্রঃ ৫

চিত্রঃ ৬

চিত্রঃ ৭

চিত্রঃ ৮

চিত্রঃ ৯

চিত্রঃ ১০

চিত্রঃ ১১

চিত্রঃ ১২

চিত্র-১ : জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথী জনাব প্রফেসর মুসফিক আহমদ।

চিত্র-২ :, আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১২, র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারী।

চিত্র-৩ : বিজ্ঞান মেলায় শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট উপস্থাপন।

চিত্র-৪ : বিজ্ঞান মেলায় শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট উপস্থাপন।

চিত্র-৫ : বিএফএফ নির্বাহী পরিচালক ও সিসিবিভিও নির্বাহী প্রধান আলোচনা করছে।

চিত্র-৬ : স্টল পরিদর্শন করছেন বিএফএফ নির্বাহী পরিচালক।

চিত্র-৭ : পিএইচএস বিজ্ঞান ক্লাবের স্টল।

চিত্র-৮ : ধুমকেতু বিজ্ঞান ক্লাবের স্টল।

চিত্র-৯ : নিউটন বিজ্ঞান ক্লাবের স্টল।

চিত্র-১০ : মেলার অতিথিবৃন্দ।

চিত্র-১১ : গান পরিবেশন করছে নিউটন বিজ্ঞান ক্লাব।

চিত্র-১২ : শুভেচ্ছা স্মারক প্রদর্শন করছে আইন স্টাইন বিজ্ঞান ক্লাব।

সভাপতি ও অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ:

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে নিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি আলোচনা সভায় অংশগ্রহনের জন্য আসন গ্রহণ করেন।

মেলা আয়োজক কমিটির পক্ষে স্বাগত বক্তব্য:

মো: আবুল কালাম আজাদ, প্রধান শিক্ষক, পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়: তিনি বলেন, অন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৩ আয়োজক কমিটির পক্ষে উপস্থিত অতিথি, শিক্ষক, অভিভাবক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে বলেন আজকের এই মেলা আয়োজনে সহায়তা করার জন্য সিসিবিভিও ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়। এই মেলা শিক্ষার্থীদের মিলন মেলা। এই ধরণের মেলা আয়োজন করা খুবই জরুরী। সবার সহযোগিতা থাকলে আমরা নিজেরাই আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করতে পারব।

বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে বক্তব্য:

বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে উপস্থিত অতিথি, শিক্ষক, অভিভাবক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে জনাব সারওয়ার-ই-কামাল বলেন, ক্ষুধা ও দারিদ্রপিষ্ট বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সকল দারিদ্র হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে; তথাপি দারিদ্র যেন আমাদের ঘর থেকে বেরুতে চাচ্ছেনা। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে আমাদের বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির মৌলিক চাহিদা পূরনের জন্য যতটুকু পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা প্রয়োজন তা আমরা জাতীয়ভাবে করতে সক্ষম হচ্ছি না। এই অসমর্থ্যতার পিছনের অন্যতম যে কারণটি বলা যায় তা হল, আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞান মনস্ক দক্ষ কর্মীর অনুপস্থিতি, যা আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ব্যবহার করে কৃষি, শিল্প ও খনিজ সম্পদ ও সেবা উৎপাদনের অন্যতম অন্তরায়। ফলে আমাদের দেশের নূন্যতম চাহিদা পূরণে অর্থনৈতিক দারিদ্রের সাথে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা তথা বিজ্ঞান শিক্ষাও একই গতিতে দরিদ্রতর হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচনায় আমাদের সার্বিক শিক্ষার হার কিঞ্চিত বাড়লেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে যা বিভিন্ন গবেষণা তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এমনকি রাজশাহী জেলা ও গোদাগাড়ী উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী হ্রাসের হার কমপক্ষে ৩১%। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষা মানের অবনতি এবং বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে বলা যায়: ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির নিষ্ক্রিয়তা, ▪ অপর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক সংকট, ▪ নবীনদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা, ▪ ছাত্রদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী জটিল বোধ হওয়া, ▪ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যয় অধিক বলে অভিভাবক ও নবীন শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনীহা, ▪ হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার অবকাঠামোগত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা, ▪ ব্যবহারিক শিক্ষায় বাস্তবসম্মত ও সহজবোধ্য পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এবং পরীক্ষাগার সামগ্রীর স্বল্পতা।

ফলে দেশের বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলি বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞান মনস্ক দক্ষ ও মেধাবী কর্মী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার কারণে দেশের সার্বিক উৎপাদন ও অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য আমাদের অবশ্যই শিক্ষা তথা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া জরুরী। আর এজন্য যেসব পদক্ষেপ প্রয়োজন তাহলো: ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিকে সক্রিয় করা, ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান সম্যাসমূহকে চিহ্নিত করা ও তা দূর করতে কাজ করা, ▪ বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় নাগরিক সমাজকে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির ও সার্বিক শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজে অংশ নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ, ▪ বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান মনস্ক পরিবেশের পক্ষে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জনমত গঠন করা।

এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলে যেসব ফলাফল অশা করা যায় **তাহলো:** ▪ বিজ্ঞান শিক্ষার গুনগত ও সেবার মান বাড়নোর জন্য কর্ম এলাকায় বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিজ্ঞান অনুরাগী ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ সংগঠিত হবে, ▪ কর্ম এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাঠামোগত, পরিবেশগত, শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রমের পরিকল্পনা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হবে, ▪ কর্মএলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিজ্ঞান শিক্ষার্থী পাঠভুক্তকরনে সক্ষম হবে, ▪ কর্ম এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মননশীল বিজ্ঞান মনস্ক মেধাবী শিক্ষার্থী গড়ে উঠবে, ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা অনুশীলন ও ব্যবহারিক সরঞ্জামাদির সরবরাহের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে, ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে জাতীয় নীতিমালা তৈরীর সপক্ষে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জনমত গড়ে উঠবে।

এসব প্রত্যাশা সামনে রেখে বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সিসিবিভিও রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এইকাজে আপনাদের সার্বিক সহায়তা কামনা করে তিনি তার বক্তব্য সমাপ্তি টানেন।

প্রকল্প ও বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা:

প্রকল্প ও বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নিয়ে আলোচনাকালে প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ নিরাবূল ইসলাম বলেন, শিক্ষা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে এর গুরুত্ব এ কারণে বেশি যে, বিপুল জনসংখ্যাকে এখানে শিক্ষার আলোয় মানব সম্পদে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। যে স্বল্প পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ এদেশে রয়েছে তাকে লাগসই পথে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানোর জন্যও প্রয়োজন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যথার্থ চর্চা। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশ ক্রমে অদক্ষ শ্রমিকের দেশে পরিণত হচ্ছে। ফলে বিশ্বজুড়ে নিত্যদিনের প্রযুক্তিগত বিকাশে খাপ খাওয়াতে না পেরে বাংলাদেশ প্রতি মুহূর্তে পিছিয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে, এরূপ বাস্তবতাতেও নাগরিকদের শিক্ষিত মানব সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উদ্যোগ এখনো যথেষ্ট নয়। যদিও সবাই এখানে জাতি গঠনে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করছেন, কিন্তু স্বাধীনতার চার দশক পরও জ্ঞানগত ও অবকাঠামোগত দুর্বলতায় শিক্ষাখাতের অবস্থা নাজুক। অতি সম্প্রতি নতুনভাবে একটি শিক্ষানীতি অনুমোদিত ও চালু হয়েছে-যদিও বিতর্ক তার পিছু ছাড়ছে না।

জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হবে। এ নীতির বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে। আবার মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কৌশল হিসেবে বলা হয়েছে, ব্যবহারিক ক্লাশ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা অর্থহীন বলে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতিটি শাখায় নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাশের ব্যবস্থা করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে, যেন শিক্ষার্থীদের ঢালাওভাবে নম্বর দেয়ার সুযোগ না থাকে। শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞান এবং গণিতকে আকর্ষণীয় করার জন্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান মেলা বা গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে। জাতীয় পর্যায়েও বিজ্ঞান মেলা বা গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে। এই লক্ষ্যেই একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে সিসিবিভিও অত্র গোদাগাড়ী উপজেলায় ২০টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় "মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞন শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে। অত:পর তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ ও কার্যক্রম তুলে ধরেন।

প্রকল্পের লক্ষ্য:

বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার পেছনের নানামূখী সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। এ ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান উপকরণ তৈরি করে বা সংগ্রহ করে নিজেদের মেধা বিকাশে উদ্যোগী হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ:

- বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মানোন্নয়ন করা
- বিজ্ঞান ভীতিদূর করে বিজ্ঞান চর্চাকে শিক্ষার্থীদের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলা
- শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলা
- শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত উপকরণের মাধ্যমেই নিজ নিজ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারের ভৌত সুবিধাদি গড়ে তোলা
- সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে তাদের উদ্ভাবনগুলোকে তুলে ধরা।

প্রকল্পের উপকারভোগী ঃ

প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠনসমূহের ছাত্র-ছাত্রী। পরোক্ষ উপকারভোগী হবে প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, বিজ্ঞান অনুরাগী ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ।

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার কৌশলসমূহঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ	চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশলসমূহ
০১	বিজ্ঞান শিক্ষার সপক্ষে ম্যাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা গড়ে তোলা।	• মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে সক্রিয় হতে সহায়তা করা। • মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও বিজ্ঞান অনুরাগীদের সংগঠিত হতে সহায়তা করা। • মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভাগসমুহকে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করা।
০২	বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা।	• মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সক্রিয় বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলতে সহায়তা করা। • বাস্তবমূখী বিজ্ঞান শিখন ও ব্যবহারিক পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠ্যক্রমকে সহজতর করতে সহায়তা, যেন শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী হয়ে উঠে। • বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা বিকাশের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আন্তঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজনে সহায়তা করা।
০৩	বিজ্ঞান মনস্ক ও সহায়ক পরিবেশ গঠন করা।	• বিজ্ঞান শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক গঠনে সহায়তা করা। • মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষা উপযোগী শ্রেণীকক্ষ ও ব্যবহারিক পরীক্ষাগার গঠনে শিক্ষকমন্ডলী ও ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে উদ্বুদ্ধ করা। • সহজতর বিজ্ঞান শিখন ও ব্যবহারিক পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও বিজ্ঞান অনুরাগীদের নিয়ে আলেচনা সভার আয়োজন করা, যেন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সামাজিক বাতাবরণ গড়ে উঠে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ঃ

১. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক, বিজ্ঞান অনুরাগী , অভিভাবক ও স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
   - অভিভাবক ও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে সভা।
   - ছাত্র, শিক্ষক, বিজ্ঞান অনুরাগী,অভিভাবক ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ প্রতিনিধিদের নিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
   - ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিজ্ঞান অনুরাগী, স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও সাংবাদিকদের সংগঠিত করার জন্য নিয়মিত আলোচনা সভা।
   - স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রচার মাধ্যমের ও বিশিষ্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি নিয়ে সেমিনার।
২. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলা।
   - শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ে সংগঠিত করে তোলার জন্য নিয়মিত সভা।
   - স্বল্পমূল্যের বৈজ্ঞানিক কিট-এর মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
   - শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।
   - আলোচনা সভা ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাণ, উপজেলা, জেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণের শ্রেণীসমূহে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও বিতর্কের আয়োজন করা)।
   - সহপাঠীর সাথে সহপাঠীর শিক্ষাকে (Peer Education) উৎসাহিত করা।

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য:

মো: সাদেক হোসেন, সভাপতি, পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়: তিনি বলেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মধ্যে থেকে কেউ বিজ্ঞানী হতে পারে, তাই আমাদের বিজ্ঞান চর্চা করতেই হবে।

সাঈদুজ্জামান সিপন, সহ সম্পাদক, সিসিবিভিও, রাজশাহী: তিনি বলেন গত বছরের তুলনাই এবারের মেলা ভালো লেগেছে। সিসিবিভিওর আন্দোলন যে সফল হয়েছে তা আজ এ মেলার মিলন মেলা দেখে বোঝা যায়।

এ এম এম আরিফুল হক কুমার, সভাপতি, সিসিবিভিও এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট-সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, রাজশাহী: তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তুলতে হলে প্রতি বছর জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে এই রকম মেলা আয়োজন করা খুবই জরুরী। তিনি আরো বলেন শিক্ষকদের আরো মনোযোগী হতে হবে এবং বিক্রিয়া গুলো ভালোভাবে করাতে হবে।

অধ্যাপক ফজলুল হক, সম্পাদক, সোনার দেশ: তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বিজ্ঞান কোন ভয়ের ব্যাপার নয়, আবিস্কারের নেশা বই পড়ে আমি অনুপ্রানিত হয়েছিলাম, অনুবিক্ষন যন্ত্র আবিস্কার করেন একজন সুইপার-তার মানে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। তাই মানুষকে স্বপ্ন দেখতে হবে, স্বপ্ন ছাড়া কোন মানুষ বাঁচতে পারে না।

মো.আব্দুস সামাদ মন্ডল, ভাইস প্রিন্সিপাল, টিটি কলেজ, রাজশাহী: তিনি তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তুলতে পাঠ্য বই এর ব্যবহারিক ক্লাসগুলো সহজবোধ্য করে তাদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষকদের সৃষ্টিশীল হতে হবে এবং মাঝে মধ্যে বিদ্যালয় গুলোতে ছোট পরিসরে হলেও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করতে হবে। তিনি তার বক্তব্যের বিশ্বের মানচিত্রসহ কিছু পেপার উপস্থাপন করেন।

সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নিবাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশণ, ঢাকা: তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বলেন, বিজ্ঞান মেলা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করা দিন দিন বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন এখন প্রতিযোগিতার যুগ, তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রতিযোগি হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের। প্রতিযোগি করে গড়ে তুলতে না পারলে তাদের জীবনের চলার পথে হোঁচট খাবে।

প্রধান অতিথির অভিভাষণ:

প্রফেসর জনাব মুসফিক আহমদ, ভূতত্ব ও খনি বিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, শিক্ষকদের আরো মনোযোগী হতে হবে, কম্পিউটারের উপর প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে, প্রজেক্ট উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আরো ভালো হতে হবে, এই সব প্রজেক্টগুলোকে ব্যবহার যোগ্য করতে হবে, ব্যবহারযোগ্য প্রজেক্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং অব্যবহারযোগ্য প্রজেক্টের সংখ্যা কমাতে হবে । পড়ে থাকা জিনিস দিয়ে ও স্বল্প মূল্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষণ গুলো এতো সহজে ও সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীগণ উপস্থাপন করছে যা খুব সহজে সকলের বোধগম্য হচ্ছে। যেমন- প্যাকেলের সুত্র আমরা এইচএসসিতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি, কিন্ত তারা ৬ষ্ঠ বা ৭ম শ্রেণীতে বুঝতে পারছে। তবে এগুলোকে বাস্তবে প্রমাণের দিকে নিয়ে যেতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে।

সভাপতির বক্তব্য:

সাদিয়া আক্তার, সভাপতি, আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৩: তার বক্তব্যে বলেন, অতিথীবৃন্দ, শিক্ষকমহাদয়, অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সমূহ, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী, দর্শনার্থী ও সহযোগী সংগঠন সবায়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম জানায়। আজকের এই বিজ্ঞান মেলা আয়োজনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা সিসিবিভিও এবং সহায়তাকারী সংস্থা বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়। তাদের সহায়তা ছাড়া এই মেলা আয়োজন করা সম্ভব হত না। আমি কখনও বিজ্ঞান মেলা দেখিনি বা কোন বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করিনি। সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আমরা যেন প্রতিবছর এই রকম বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করতে পারি এই আকাংখাকে সামনে রেখে তিনি আলোচনা পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দুপরের খাবার বিরতি:

সভাপতির বক্তব্যের পর সকল অংশগ্রহণকারী ও অতিথীবৃন্দ দুপুরের খাবারের বিরতিতে যান।

কুইজ প্রতিযোগিতা:

প্রতিটি বিজ্ঞান ক্লাব থেকে একজন করে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন মো: মুক্তার হোসেন, প্রধান শিক্ষক, প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মো: নুরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, বিড়ইল উচ্চ বিদ্যালয়, মো: হোসেন আলী, প্রধান শিক্ষক, আই হাই উচ্চ বিদ্যালয়। নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে মূল্যাযন করা হয় এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়।

শিক্ষার্থীর নাম	বিদ্যালয়ের নাম	স্থান
ফয়সাল আহমদ	প্রেমতলী সুকবাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	প্রথম
নাফসোমোত মাইন্না	কাকনহাট ফাজিল মাদ্রাসা	দ্বিতীয়
নাজমুস সাকিব	সোনাদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়	তৃতীয়

মেলার স্টল মূল্যায়ন:

নির্দিষ্ট ফরমের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটি স্টল গুলোকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করেন। এক্ষেত্রে বিচারকগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করেন:

- মৌলিকতা
- বাস্তবতা
- স্বল্প খরচে বাস্তব প্রয়োগযোগ্য
- যৌক্তিক উপস্থাপন

বিজ্ঞান ক্লাবের নাম	বিদ্যালয়ের নাম	স্থান
ধুমকেতু বিজ্ঞান ক্লাব	গুণিগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	প্রথম
নিহারিকা বিজ্ঞান ক্লাব	পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	দ্বিতীয়
নিউটন বিজ্ঞান ক্লাব	বলিয়া ডাইং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	তৃতীয়

পুরস্কার বিতরনী ও সমাপনী:

পুরস্কার বিতরণী পর্বে উপস্থিত সকল প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ মহাদয়কে মঞ্চে আসার জন্য বলা হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিসিবিভিওর নির্বাহী প্রধান সারওয়ার-ই-কামাল। এই পর্বে প্রথমে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের স্বান্তনা পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ মহাদয়গণ। অত:পর কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার দেয়া হয়। তারপর মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বিজ্ঞান ক্লাবকে শুভেচ্ছা স্মারক দেয়া হয়। এরপর বিচারকদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারকারীদের পুরস্কার দেয়া হয়। অত;পর মেলা কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এই পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অতিথিবৃন্দের স্থির চিত্র ও তার পরিচিতিঃ

চিত্রঃ ১

চিত্রঃ ২

চিত্রঃ ৩

চিত্রঃ ৪

চিত্রঃ ৫

চিত্রঃ ৬

চিত্রঃ ৭

চিত্রঃ ৮

চিত্রঃ ৯

চিত্রঃ ১০

চিত্রঃ ১১

চিত্রঃ ১২

চিত্র-১ : মোঃ নিরাবুল ইসলাম, সমন্বয়কারী, পিএই ই প্রকল্প, সিসিবিভিও।
চিত্র-২ : মো: আবুল কালাম আজাদ, প্রধান শিক্ষক, পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
চিত্র-৩ : মোঃ সারওয়ার-ই-কামাল, সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান, সিসিবিভিও।
চিত্র-৪ : সাঈদুজ্জামান সিপন, সহ সম্পাদক, সিসিবিভিও, রাজশাহী।
চিত্র-৫ : আরিফুল হক কুমার, সভাপতি, সিসিবিভিও এবং রাজশাহী।
চিত্র-৬ : মো.আব্দুস সামাদ মন্ডল, ভাইস প্রিন্সিপাল, টিটি কলেজ, রাজশাহী।
চিত্র-৭ : সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
চিত্র-৮ : প্রফেসর মুসফিক আহমদ, ভূতত্ব ও খনি বিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
চিত্র-৯ : অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ।
চিত্র-১০ : অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান শিক্ষকবৃন্দ।
চিত্র-১১ : অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান শিক্ষকবৃন্দ।
চিত্র-১২ : সাদিয়া আক্তার, আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলায় আলোচনা সভার সভাপতি।

আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলা মূল্যায়ন:

আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৩ বাস্তবায়ন করার পর মূল্যায়ন করা খুবই জরুরী। কারণ মূল্যায়ন না করলে এর সবল, দুর্বল ও পরামর্শের দিক গুলো পাওয়া যায় না। সেই লক্ষ্যে মেলাতে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকমণ্ডলী, অতিথীবৃন্দ, দর্শনার্থী, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী ও নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নিম্নে মেলার সবল, দুর্বল ও পরামর্শের দিক তুলে ধরা হল:-

আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলার সবল দিক সমূহ:

- স্টলের ডেকোরেশন, স্টেজ ও প্যান্ডেল আকর্ষণীয় ছিল।
- অংশগ্রহণকারীদের মেলায় অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল।
- উপস্থাপিত প্রজেক্টগুলো আকর্ষণীয় ছিল।
- অধিকাংশ প্রজেক্ট পাঠ্য বইয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং পড়ে থাকা ও স্বল্প মূল্যের উপকরণ দিয়ে তৈরি ।
- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রজেক্ট উপস্থাপনা ভাল ছিল।
- মেলায় র‍্যালীর ধারণা প্রশংসা করার মত ছিল।
- ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করার বিষয়টি চমৎকার ছিল।
- বিভিন্ন মিডিয়ার উপস্থিতি।
- খাবারের মান ভাল।
- মেলার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সহায়ক দলের ভূমিকা খুব ভালো ছিল।
- কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন মেলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলার দুর্বল দিক সমূহ:

- শিক্ষা অফিসের অনুস্থিতি।
- র‍্যালীতে বাদ্যযন্ত্র ছিল না।
- সাধারণ পুরস্কারের আকার খুব ছোট।

আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলার পরামর্শ বা সুপারিশ:

- মেলা শেষে উপস্থিত প্রধান শিক্ষক, বিজ্ঞান শিক্ষক ও বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়ে অল্প সময়ের জন্য মেলা সম্পর্কে আলোচনা করা।
- স্টল পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষকদের ভূকিকা আরো বাড়াতে হবে।
- র‍্যালীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মঞ্চে কথা বলার সুযোগ থাকা দরকার।
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্টল নয়, প্রজেক্ট মূল্যায়ন করতে হবে।
- পাঠ্য বইয়ের পরিক্ষণগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগের দিকে নিয়ে যেতে হবে।
- ভুল প্রজেক্টগুলো সনাক্ত করতে হবে এবং পরবর্তী মেলায় ভুল প্রজেক্টর সংখ্যা কমাতে হবে।

পেপার কাটিং

theindependent

DHAKA, MONDAY APRIL 7, 2014 metro theindependent 5

www.theindependentbd.com

Young generation can take Bangladesh forward

SCIENCE FAIR BEGINS IN RAJSHAHI

RAJSHAHI: Speakers at the inaugural session of a daylong inter-school science fair have said substantial and sustainable boosting the number of science-minded students has become indispensable for flourishing the sector of information and communication technology, reports BSS.

They viewed there is no way but to wide-ranging promotion of the science and technology sector to take forward the nation successfully. Center for Capacity Building of Voluntary Organisation (CCBVO) and Bangladesh Freedom Foundation (BFF) jointly organised the fair on Pulpur High School Playground on Saturday.

Science Education Development in Secondary Schools Project supported the fair.

More than 24 schools and science clubs took part in the fair displaying their scientific and ICT innovations. Main thrust of the fair was to encourage the young scientists alongside flourishing their innovative talents and building a science minded nation.

Prof Mushfique Ahemd of Rajshahi University and BFF Executive Director Sazzadur Rahman Chowdhury addressed the opening session as chief and special guests respectively with Sadia Akhter, Vice-president of Niharika Science Club, in the chair. CCBVO General Secretary Sarwar-E-Kamal, Vice-principal of Rajshahi Teachers Training College Prof Abdus Samad Mondal, Editor of Daily Sonar Desh Prof Fazlul Haque, Executive Vice-president of South East Bank Ariful Haque and Regional Manager of Prip Trust Saiduzzaman also spoke.

Prof Mushfique referred to various aspects of expanding science education towards doorsteps of both rural and urban students and said there is no alternative to acquiring scientific knowledge to devise ways and means how to make the nation technologically advanced.

"To build science-minded atmosphere Technol-ogy is only the way of progress" should be our main slogan, he said.

Later on, they visited the stalls and urged upon the participants to disseminate the innovation among others as well as the students properly so that they could be built as science-minded from beginning of their life.

News Published
Page # 5
Column # 1-4

THE BANGLADESH TODAY

◆ UNITING PEOPLE EVERYDAY ◆

MONDAY, DHAKA, APRIL 7, 2014, CHAITRA 24, 1420 BS, JAMADI-US-SANI 6, 1435 HIJRI 3

Science-minded young generation can take Bangladesh forward : Speakers

RAJSHAHI : Speakers at the inaugural session of a daylong inter-school science fair have said substantial and sustainable boosting the number of science-minded students has become indispensable for flourishing the sector of information and communication technology, reports BSS.

They viewed there is no way but to wide-ranging promotion of the science and technology sector to take forward the nation successfully.

Center for Capacity Building of Voluntary Organization (CCBVO) and Bangladesh Freedom Foundation (BFF) jointly organized the fair on Pulpur High school Playground under Godagari Upazila of the district on Saturday.

Science Education Development in Secondary Schools Project supported the fair.

More than 24 schools and science clubs took part in the fair displaying their scientific and ICT innovations. Main thrust of the fair was to encourage the young scientists alongside flourishing their innovative talents and building a science minded nation.

Prof Mushfique Ahemd of Rajshahi University and BFF Executive Director Sazzadur Rahman Chowdhury addressed the opening session as chief and special guests respectively with Sadia Akhter, Vice-president of Niharika Science Club, in the chair.

CCBVO General Secretary Sarwar-E-Kamal, Vice-principal of Rajshahi Teachers Training College Prof Abdus Samad Mondal, Editor of Daily Sonar Desh Prof Fazlul Haque, Executive Vice-president of South East Bank Ariful Haque and Regional Manager of Prip Trust Saiduzzamsin also spoke.

Prof Mushfique referred to various aspects of expanding science education towards doorsteps of both rural and urban students and said there is no alternative to acquiring scientific knowledge to devise ways and means how to make the nation technologically advanced.

"To build science-minded atmosphere: Technology is only the way of progress" should be our main slogan, he said.

Later on, they visited the stalls and urged upon the participants to disseminate the innovation among others as well as the students properly so that they could be built as science-minded from beginning of their life.

News Published
Page # 3
Column # 6-8

সমকাল

রোববার

৬ এপ্রিল ২০১৪ ২৩ চৈত্র ১৪২০

রাজশাহীতে স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মেলা

প্রকাশিত সংবাদ সূচীপত্র - ১৮ কলাম - ৪-৫

নিভীক সত্যের দৈনিক THE NATUN PROVAT নতুন প্রভাত

রাজশাহী ॥ রোববার ॥ ০৬ এপ্রিল, ২০১৪

গোদাগাড়ীতে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

গোদাগাড়ী পৌর প্রতিনিধি

"বিজ্ঞান মনস্ক পরিবেশ গড়ি, বিজ্ঞান ভীতি দূর করি" এ স্লোগানের মধ্যদিয়ে গোদাগাড়ীতে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার দিনব্যাপি গোদাগাড়ী আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা আয়োজক কমিটি সিসিবিউও, রাজশাহী এবং বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন ঢাকা এর সহযোগিতায় পালপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে এ বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়।

প্রকাশিত সংবাদ সূচী-২, কলাম-৮

সোনালী সংবাদ

গোদাগাড়ীতে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

দৈনিক সানশাইন
THE DAILY SUNSHINE
রাজশাহী ॥ রোববার, ৬ এপ্রিল ২০১৪

আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৩

গোদাগাড়ীতে স্কুল বিজ্ঞানীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা

প্রকাশিত ছবি পৃষ্ঠা নং - ২ কলাম - ৫-৬
প্রকাশিত সংবাদ পৃষ্ঠা নং - ২ কলাম - ৫

সোনার দেশ

গোদাগাড়ীতে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

গোদাগাড়ীতে আন্তঃস্কুল

প্রকাশিত ছবি পৃষ্ঠা নং - ৮, কলাম - ৭-৮
প্রকাশিত সংবাদ পৃষ্ঠা নং - ৮, কলাম - ৭

দৈনিক বার্তা
রাজশাহী, রবিবার ২৩ চৈত্র, ১৪২০, ৬ এপ্রিল, ২০১৪

গোদাগাড়ীতে আন্তঃ স্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

গোদাগাড়ীতে আন্তঃ স্কুল

প্রকাশিত ছবি পৃষ্ঠা নং - ৪, কলাম - ৪-৫
প্রকাশিত সংবাদ পৃষ্ঠা নং - ৪, কলাম - ৪